কিভাবে নতুন ওয়েব সাইট তৈরী করবেন

মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল

প্রযুক্তির স্রোতে নিজেকে যুক্ত করা এখন আর কঠিন কিছু নয়। ইচ্ছা করলে ঘরে বসে বিশ্বব্যাপী নিজেকে উপস্থাপন করতে পারবেন খুব সহজেই। আর এসব কিছুই সম্ভব হচ্ছে প্রযুক্তির সর্বাধুনিক অবদান ওয়েব সাইটের আশীর্বাদে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক যে কোনো ক্ষেত্রে যে কোনো পরিচয়ে পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে নিখুঁতভাবে তুলে ধরার বিশ্বস্ত মাধ্যম হচ্ছে ওয়েব সাইট। প্রযুক্তিনির্ভর উন্নত দেশগুলো বাসিন্দাদের মাঝে অনেক আগে থেকেই ওয়েব সাইটে নিজের পরিচয় তুলে ধরার বিপুল প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। তবে প্রযুক্তির দিক দিয়ে আমরা পিছিয়ে পড়লেও অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের চেয়ে আমরা বেশ এগিয়েই আছি। কিন্তু আমাদের এই এগিয়ে চলা যদি কেবল হাঁটা আর পথেই সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে আমাদের আগামী প্রজন্মের কাছে প্রযুক্তি একটা সমুদ্র পাড়ি দেয়ার মতোই কঠিন মনে হবে। সাম্প্রতিক এক তথ্যে ঠিক এমনটাই বলা হয়েছে। বিশ্বখ্যাত মার্কিন প্রতিষ্ঠান– 'ইন্টারনেট করপোরেশন ফর অ্যাসাইন্ড নেইমস এন্ড নাম্বারস' বা আইসিএএনএন সম্প্রতি উন্নয়নশীল দেশের ওয়েব সাইট ব্যবহারকারীদের ওপর এক জরিপ চালায়। জরিপের রিপোর্টে অন্যান্য অনুন্নত দেশের চেয়ে বাংলাদেশে ওয়েব সাইট ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় চার গুণ বলা হলেও এমন অনেক ওয়েব সার্ভার আছেন যারা ওয়েব সাইট ব্যবহারের টেকনিক্যাল বিষয়গুলো ভালভাবে জানেন না। আইসিএএনএন-এর মতে, কেবল ওয়েব সাইট খুলে নিজের পরিচয় তুলে ধরলেই হলো না– এর নান্দনিক ব্যবহার এবং দৃষ্টিনন্দন সাজানোরও একটা ব্যাপার আছে। ডোমেইন নিবন্ধন, হোস্টিং সার্ভার, ডিজাইন মেকআপ, তথ্য উপস্থাপন এবং সার্চ ইঞ্জিনগুলোই হলো ওয়েব সাইটের পোশাক। পোশাক ছাড়া যেমন সভ্য জগতের মানুষ কল্পনা করা যায় না। উল্লিখিত বিষয়গুলো ছাড়া নান্দনিক ওয়েব সাইট তৈরীর কথা তেমনি ভাবাই যায় না।

নেট এড্রেস বা ডোমেইন

নেট এড্রেস বা ডোমেইন হচ্ছে ইন্টারনেটের সঙ্গে যুক্ত থাকার একমাত্র মাধ্যম। অচেনা কারো সাথে দেখা হলে কিংবা জাতীয় পরিচয়পত্র পেতে আমরা যেমন নির্দিষ্ট একটা ঠিকানা ব্যবহার করে নিবন্ধন করি ডোমেইনটাও হচ্ছে ঠিক সে রকম। আপনি যাকে মেইল পাঠাবেন তাকে নিজের ব্যক্তিগত অথবা প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয় দেয়ার আগে আপনাকে নির্দিষ্ট একটা ঠিকানায় নিবন্ধন হতে হবে। তারপরই যাকে খুশি যা খুশি তাই পাঠাতে পারেন। তবে নিবন্ধনটা করতে হবে মার্কিন প্রতিষ্ঠান আইসিএএনএন-এর অনুমোদিত নাম্বারে। সেক্ষেত্রে আপনি যদি আপনার ওয়েবের কোনো দৃষ্টিনন্দন ঠিকানা পেতে চান তাহলে আপনাকে www.netsol.com-এর ডোবেইন সেকশনে খোঁজ করতে হবে। অনেকেই আছেন যারা ডোবেইন পরবর্তীতে হারিয়ে ফেলেন এবং এটা যাতে না হয় সেজন্য অবশ্যই আইসিএএনএন প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত নম্বরে নিজের ঠিকানার রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।

হোস্টিং সার্ভার

বিশ্বের কোটি কোটি ডোমেইন নিরাপদে রাখার একটি মাত্র জায়গা আছে। জায়গাটি হচ্ছে হোস্টিং সার্ভার। ডোমেইনগুলো সবসময় সক্রিয় আছে কি না এবং ওয়েভ সার্ভার চাহিদামতো সেবা পাচ্ছে কি না এসব কিছুর খোঁজ-খবর রাখা এবং যাবতীয় সমস্যার সমাধান করাও হোস্টিং সার্ভারের দায়িত্ব। ব্যাংকে ডিপোজিট করার পর আপনাকে যেমন একাউন্ট নম্বর দেয়া হয় তেমনি হোস্টিং সার্ভারের কাছে আপনার ডোমেইন গচ্ছিত রাখার পর আপনি একটা আইপি এড্রেস এবং গচ্ছিত ডোমেইনে যে কোনো সময় ঢোকার জন্য গোপন পাসওয়ার্ড নম্বর পাবেন। পরবর্তীতে এই পাসওয়ার্ড নম্বর কেউ জেনে ফেললেও আপনার ডোমেইনে ঢুকতে পারবে না। কারণ ইনডেক্স ফাইলে রাখা আপনার ফটোই শত্রু থেকে ডোমেইনকে নিরাপদে রাখবে।

স্ট্যাটিক এবং ডাইনামিক

আমরা সাধারণত দুই ধরনের ওয়েব সাইট তৈরী করতে পারি। স্ট্যাটিক ওয়েব সাইট, যেখানে প্রধান ওয়েব সার্ভারের সৃষ্টিশীলতা এবং সৃজনশীলতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। পেজের কালার, লেখার স্টাইল, আকার-আকৃতি এসব কিছুই স্ট্যাটিক পেজে প্রতিফলিত হয়। আবার ডাইনামিক ওয়েবপেজটি হলো সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এখানে সার্ভারের সৃজনশীলতা আর রুচিশীলতার চেয়ে টেকনিক্যাল এবং কমার্শিয়াল মনোভাবটাই ফুটে ওঠে। ওয়েবের এই পেজটি প্রধানত অফিসিয়াল কাজেই বেশী ব্যবহৃত হয়।

ডিজাইন

স্ট্যাটিক ওয়েব সাইট মূলত ডিজাইনেরই বাস্তব প্রতিচ্ছবি। তবে টেকনিক্যাল দিকটাই এ ক্ষেত্রে প্রধান তফাৎ। স্ট্যাটিক কিংবা ডাইনামিক যে ধরনের ওয়েব সাইটই হোক ওয়েবের গোপন পাসওয়ার্ড নম্বর, এড্রেস এবং আইপি নম্বর এসবে যথাযথ ব্যবহারই ডিজাইনের কাজ।

তথ্য উপস্থাপন

আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান আইসিএএনএন সাধারণত ওয়েব সাইটটির দৃষ্টিনন্দন ডিজাইনের চেয়ে সঠিক তথ্যের ওপরই বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ওয়েব সার্ভারের জন্মনিবন্ধন নম্বর, জন্ম তারিখ, প্রাতিষ্ঠানিক যোগ্যতার সংক্ষিপ্ত ডাটা, পেশাদার এড্রেস ও তার প্রয়োজনীয় তথ্য এবং বাসস্থানের যথাযথ এড্রেস ঠিকঠাক মতো উপস্থাপন করা হয়েছে কি না এসব কিছুই ওয়েব সাইটটিকে প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে সবল বলে মনে করা হয়।

সার্চ ইঞ্জিন

সার্চ ইঞ্জিন বলতে ইয়াহু, গুগল, লাইকোস প্রভৃতিকে বোঝায়। আর এসব সার্চ ইঞ্জিন তাদের জন্যই প্রয়োজন হয় যারা সরাসরি ডোমেইনের এড্রেস জানে না। এসব ঠিকানা না জানা সার্ভারদের জন্য সমস্যা হলো এদের তৈরী ওয়েব সাইট অন্যান্য ওয়েব সার্ভারদের চোখে পড়ে না। বিষয় ধরে তার নাম লিখে সার্চ ইঞ্জিনের সাহায্যে ওয়েব সাইটে ঢোকার চেয়ে সরাসরি ওয়েব নম্বর ব্যবহার করে তথ্য ভাণ্ডারে প্রবেশ করলে একদিকে যেমন আইসিএএনএন প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি লাভ করা যায়, অপরদিকে, সাইটটি কতজন দেখেছেন, কোন দেশ থেকে কোন আইপি নম্বর ব্যবহার করে দেখেছে, কত ব্যান্ডউইথ ব্যবহৃত হয়েছে এবং একই পেজ বারবার দেখানো হয়েছে কি না এসব তথ্যসম্বলিত একটা ডাটাপেজও পাওয়া যায়।

মেকআপ

ওয়েব সার্ভারদের জন্য মেকআপ হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ওয়েব সাইটের কোন পেজে, কোন তথ্য বা এড্রেস আগে-পরে সেট করা হয়েছে এসব যথাযথভাবে উপলব্ধি করে ওয়েব সাইটটির ফিনিশিং টানার নামই হলো মেকআপ।

নিবন্ধন ফাইল

অনেক বেখেয়াল ওয়েব সার্ভার আছে যারা ডোমেইনের মেয়াদ সম্পর্কে মোটেই অবগত নন। যে কারণে দেখা যায় মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে হঠাৎ নিজের ওয়েব সাইটটি অন্যের হয়ে গেছে। তাই সকল ওয়েব সার্ভারদের উচিত ওয়েব সাইট খোলার এক বছর পর নতুন করে ডোমেইনের নবায়ন নিবন্ধন করা।

মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ ব্যবহার করছে আজ পশু-পাখিরাও

প্রযুক্তিই আমাদের স্মার্ট হতে শিখিয়েছে। এতে কারোরই দ্বীমত নেই। কিন্তু তাই বলে পশু-পাখিরাও প্রযুক্তির ছোঁয়ায় আমাদের মতই স্মার্ট হতে পারে? এটা আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে বিস্ময়কর এবং অসম্ভব বলে

মনে হলেও উন্নত বিশ্বে সম্ভব। এবং ইতোমধ্যে এর একাধিক প্রমাণও পাওয়া গেছে। সূত্রটি আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যে সনি এরিকসনের উদ্যোগে এক মোবাইল মেলা অনুষ্ঠিত হয়। সেই মেলায় দর্শক ছিল শুধুই পশু-পাখিরা। এমনকি এই মেলায় অংশ নেয়া ২২টি স্টলের মধ্যে ১৩টি স্টলের মালিকই ছিল একদল কুকুর। তবে বানর, হনুমান, উল্লুক এমনকি বাঘ-সিংহের স্টলও কম ছিল না। মেলার আয়োজক সনি এরিকসনের (ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের) এক জন ঊর্ধ্বতম কর্মকর্তা লুগিয়াস মারফি অভাবনীয় মেলা সম্পর্কে সাংবাদিকদের বলেন, সনি এরিকসনের উদ্যোগে এই প্রথম পশু-পাখিদের জন্য কোন প্রযুক্তি মেলার আয়োজন করা হলেও অনেক আগে থেকেই পশু-পাখিরা বিশেষ করে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এক ধরনের জিমি কুকুর মোবাইল ফোন এবং ল্যাপটপ ব্যবহার করে আসছে। লুগিয়াস মারফি আরো বলেন– পশু-পাখিরা আজ আর জঙ্গলের কেউ না। ওরা আমাদের পরিবারেরই একজন। আর আমরা যদি অনায়াসেই প্রযুক্তির সে সুবিধা ভোগ করতে পারি তাহলে তারা কেন পারবে না। এই বলে লুগিয়াস তার সার্বক্ষণিক সঙ্গী তারই পালিত কুকুর জিমিকে দেখিয়ে বললেন– ওই তো এখন আমাকে অনেক সহযোগিতা করে। আমি যখন বাথরুমে থাকি তখন আমার মোবাইল রিং বাজলে জিমিই রিসিভ করে। লুগিয়াস মারফির মতো, আমেরিকায় আরো অনেকেই আছেন যারা তাদের পালিত কুকুর, ঘুঘু, বানর এমনকি ভল্লুককেও মোবাইল ফোনে কথা বলা শিখিয়েছে। নিউইয়র্কবাসী লুবিয়াস জেলি এমনই একজন। যিনি এই মেলায় এসেছিলেন তার পালিত শিমপাঞ্জি টমকে সঙ্গে নিয়ে। এ সম্পর্কে লুবিয়াস জেলি বলেন- টম আমাকে অনেক তথ্য দিয়েই সাহায্য করে। আমি ঘরের কাজে ব্যস্ত থাকলে টম ল্যাপটপ ব্যবহার করে আমার অফিসের অনেক কাজই করে দেয়।

সায়ীদ আবদুল মালিক

ওয়েবে জাপানি মনবুশো বৃত্তির তথ্য

জাপান সরকার প্রদত্ত মনবুকাগাকাশো বৃত্তির জন্য বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহবান করা হয়েছে। এই বৃত্তি সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য পাওয়া যাচ্ছে ভার্সিটি এ্যাডমিশন ডট কম পোর্টালে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য এই বৃত্তি ছাড়াও অন্যান্য দেশের বৃত্তির তথ্য নিয়মিত আপডেট করা হয়। ওয়েবপোর্টালটিতে আরও আছে দেশী-বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি, স্কলারশিপ ও স্টুডেন্ট ভিসার তথ্য। যোগাযোগ : www.varsityadmission.com.

বর্ণমালায় ভলান্টিয়ার আহ্বান

barnamala.org এর জন্য ভলান্টিয়ার আহবান করা হয়েছে। বর্ণমালা সাইটে প্রকাশিত সাহিত্য পাতায় কোন বানান ভুল থাকলে তা শুদ্ধ করার জন্য ভলান্টিয়াররা সহযোগিতা করবেন। সকল ভলান্টিয়ার barnamala.org ডোমেইন-এর অধীনে ৬.০ গিগাবাইট-এর একটি ই-মেইল ঠিকানা পাবে। এছাড়া প্রতি মাসের সর্বোচ্চ এ্যাক্টিভ ভলান্টিয়ার পাবেন বিশেষ পুরস্কার। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ঃ http://barnamala.org

নববর্ষে নতুন রূপে দেশীয় E-commerce

জনপ্রিয় দেশীয় E-commerce House, Giftinbangladesh.com বাংলা নববর্ষ ১৪১৫ স্বাগত জানাতে নতুনভাবে সজ্জিত হয়েছে। বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে কয়েক শত নতুন product সাইটটিতে সংযোজন করেছে যার মধ্যে রয়েছে শাড়ী, সালোয়ার-কামিজ, মেয়েদের ফতুয়া, ছেলের পাঞ্জাবী ও ফতুয়া, ফুল, মিষ্টিসহ আরো অনেক সামগ্রী। দেশে-বিদেশে যে কোন স্থানে অবস্থানরত বাঙ্গালীরা নববর্ষের উপহার পাঠানোর জন্য Login করুন www.giftinbangladesh.com অথবা call করুন 8801819154142।

❑ **টিন এন আইটি ডেস্ক**

ওয়ালটনের নতুন মডেলের ফ্রিজ

বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় ও বহুল ব্যবহৃত এক দরজা বিশিষ্ট রেফ্রিজারেটর বাংলাদেশেও জনপ্রিয় করার উদ্যোগ হিসেবে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী দু'টি নতুন মডেলের ফ্রিজ বাজারে ছেড়েছে বাংলাদেশে ব্যাপক জনপ্রিয় ও রেফ্রিজারেটর শিল্পের অগ্রদূত প্রতিষ্ঠান ওয়ালটন। আধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরী এ ফ্রিজের ধারণ ক্ষমতা ডবল ডোর বিশিষ্ট ফ্রিজের চেয়ে প্রায় ২০% বেশী। মাঝখানে জোড়া না থাকায় ক্রেতারা ব্যবহারযোগ্য জায়গা যেমন বেশী পাবে তেমনি নতুন এ ফ্রিজ কাঠামোগতভাবেও বেশ মজবুত এবং দৃষ্টিনন্দন। পাশাপাশি খাবারের গুণ ও মান রক্ষায় এগুলো অত্যন্ত কার্যকর। দৃষ্টিনন্দন এসব ফ্রিজের দামও বাজারে বিদ্যমান অপরাপর কোম্পানীর তুলনায় অনেক সাশ্রয়ী। বাংলাদেশে ফ্রিজের জগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়নকারী এ ফ্রিজ ক্রেতাদের কাছে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা। ওয়ালটনের এস-১ডি১ ও এস-১এফ৬ এক দরজার ফ্রিজ দু'টি যথাক্রমে ১৪,৫০০ ও ১৬,০০০ দামে বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। অথচ একই ধারণক্ষমতার দুই দরজার ফ্রিজের দাম প্রায় ২৫% বেশী। নতুন মডেলের আকর্ষণীয় ওয়ালটন ফ্রিজ বাংলাদেশের ক্রেতাদের চাহিদা, রুচি ও সামর্থ্যের মাঝে চমৎকার সেতুবন্ধন তৈরী করতে সক্ষম হবে।

❑ টিন এন আইটি ডেস্ক

ইন্টারনেটের প্রসারে বাড়ছে ব্যস্ততা

আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন বা এপিএ ২০০৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের উপর এক জরিপ চালায়। জরিপের রিপোর্টে বলা হয়েছে, গত পাঁচ বছরে আমেরিকাতে প্রতি ঘন্টায় ১০ জনেরও বেশী ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেড়েছে। যার ফলে মানুষের মধ্যে বেড়েছে ব্যস্ততা, কমেছে অবসর যাপনের সময়। জরিপের প্রধান, ড. হ্যালোয়েল বলেন– মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে কাজে ফাঁকি দেয়া। কিন্তু প্রযুক্তি সেই প্রবণতাকে কেড়ে নিয়েছে। যার ফলে ইন্টারনেটই যুক্তরাষ্ট্রকে পরিণত করেছে বিশ্বের সবচেয়ে ব্যস্ততম দেশে।

❑ টিন এন আইটি ডেস্ক

ম্যাজিক ল্যাম্পের ম্যাজিক

ম্যাজিক ল্যাম্প বা যাদুর বাতি কথাটা শুনে হয়তো অনেকের কাছে আলাদীনের সেই আশ্চর্য প্রদীপটির কথা মনে পড়ে যেতে পারে। যে প্রদীপটি আলাদীনের সব ইচ্ছাই পূরণ করত। তবে এই ম্যাজিক ল্যাম্প আলাদীনের প্রদীপের মত সব ইচ্ছা পূরণ করতে না পারলেও অন্তত ধারক-বাহকের বাতির চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম। অর্থাৎ বিদ্যুৎ ছাড়াই অন্ধকার ঘর আলোকিত করতে সক্ষম। কোন প্রকার সৌরশক্তি বা সোলার পদ্ধতি ছাড়াই কেবল লেবুর (সাইট্রিক এসিড) রস থেকে নির্গত সাইট্রিক এসিড দিয়ে তৈরী পজেটিভ-নেগেটিভ চার্জ যুক্ত ব্যাটারি দিয়ে ১০০ ভোল্টের বাতি সর্বোচ্চ একটানা ১২-১৪ ঘন্টা পর্যন্ত চালানো সম্ভব।

❑ টিন এন আইটি ডেস্ক

চালু হলো নকিয়া এনগেজ মোবাইল গেমিং সার্ভিস

গত ৭ এপ্রিল ২০০৮ নতুন নতুন গেম, নতুন ডিভাইস ও উন্নত অনলাইন সুবিধা নিয়ে নকিয়া এনগেজ মোবাইল গেমস সার্ভিস চালু হয়েছে। নকিয়া ব্যবহারকারীরা এখন সরাসরি তাদের মোবাইল ডিভাইস থেকে উচ্চমানের মোবাইল গেমস কিনতে পারবেন। এনগেজের এরিনা কমিউনিটির মাধ্যমে গেমাররা একে অপরের সাথে সংযুক্ত হতে পারবেন। ম্যাসেজ বোর্ড ও লাইভ চ্যাটের মাধ্যমে তারা বন্ধুদের সাথে মাল্টিপ্লেয়ার গেমস খেলতে, বিভিন্ন টুর্নামেন্টে ও ইভেন্টেও অংশ নিতে পারবেন।

ই-মেইল : http://www.n-gage.com

এমব্রয়ডারী পাঞ্চিং ডিজাইন কোর্সে ২০% ছাড়

প্রযুক্তিকে মানুষ নানাভাবে ব্যবহার করছে, তার ধারাবাহিকতায় এখন নতুন নতুন প্রযুক্তিতে নতুন নতুন এমব্রডারী মেশিনের আগমন ঘটেছে। কোর্সের আওতায় থাকবে– উইন্ডোজ এক্সপি, ফটোশপ সিএস, উলকাম ইএস এক্সপি, কোরাল ড্র। এর দ্বারা কাপড়, লেদার, রেক্সিন ইত্যাদি মেটালিক-এর উপর সুতা, জরি ও পুতির সাহায্যে বিভিন্ন ফ্যাশন ডিজাইনের কাজ করা যায়। কোর্স শেষে প্রফেশনাল কাজের দক্ষতার জন্য ডিজাইন/প্রজেক্ট করানো হয়। যোগাযোগ ঃ রুরাল ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট এন্ড টেকনোলজি, ৩৪, গ্রীণ রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫। ফোন ঃ ৮৬২৪১৭৪, ০১৭১৬৮৬২০৩৮।

আসুস ব্র্যান্ডের ডুয়াল কোর প্রসেসরের পিসি

গ্লোবাল ব্র্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড বাংলাদেশে এনেছে বিশ্বখ্যাত আসুস ব্র্যান্ডের ভি৩-পি৫ ৯৪৫জিসি মডেলের ডেস্কটপ পিসি। আসুস ব্র্যান্ডের এ পিসিটিতে রয়েছে ইন্টেল ৯৪৫জিসি চিপসেটের মাদারবোর্ড, এলজিএ৭৭৫ সকেটের ১.৬ গিগাহার্জ গতির ইন্টেল ডুয়াল কোর প্রসেসর, ১০২৪ মেগাবাইট ডিডিআর২ র‌্যাম, ইন্টেল চিপসেটের গ্রাফিক্স কন্ট্রোলার, ৮০ গিগাবাইট সাটা হার্ডডিস্ক ড্রাইভ, হাইডেফিনেশন অডিও কন্ট্রোলার, ডিভিডি রাইটার, ১০/১০০ মেগাবিট পার সেকেন্ডের ল্যান কন্ট্রোলার, ৮টি ইউএসবি ২.০ পোর্ট, আসুস কীবোর্ড এবং ইউএসবি অপটিক্যাল মাউস।

ইন্টেল চিপসেটের অত্যাধুনিক মাদারবোর্ড

আসুস কোম্পানির পি৫বি-ভিএম এসই মডেলের ইন্টেল জি৯৬৫ চিপসেটের অত্যাধুনিক মাদারবোর্ড বাংলাদেশে এনেছে গ্লোবাল ব্র্যান্ড (প্রাঃ) লিঃ। ইন্টেল হাইপার-থ্রেডিং প্রযুক্তির এ মাদারবোর্ডটি এলজিএ৭৭৫ সকেটের ইন্টেল কোয়াড-কোর, কোর ২ ডুও, পেন্টিয়াম ডি, পেন্টিয়াম ফোর, সেলেরন ডি প্রভৃতি প্রসেসর সাপোর্ট করে।

নববর্ষে ডেফোডিল পিসিতে মূল্যছাড় ও উপহার

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে আইএসও সনদপ্রাপ্ত দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্র্যান্ড কম্পিউটার ডেফোডিল পিসি মডেলভেদে সর্বোচ্চ দুই হাজার টাকা পর্যন্ত ছাড় এবং প্রত্যেক পিসিতে আকর্ষণীয় উপহার দিচ্ছে। স্টক থাকা পর্যন্ত ডেফোডিল কম্পিউটার্সের সকল শো রুমে এবং ডিলারদের কাছে এ সুবিধা পাওয়া যাবে। যোগাযোগ : ফোন-০১৭১৩-৪৯৩১৬১।

❏ **টিন এন আইটি ডেস্ক**

২৮তম BCS-এর নতুন নিয়ম, যোগ্যতা ও অযোগ্যতা-১

মাহমুদা খানম

২৮তম BCS সংক্রান্ত এ লেখাটি দু'টি পর্বে বিভক্ত

১ম পর্ব : BCS সহজ বিজয় সাজেশন (প্রিলিমিনারী) ঃ একটু কৌশলী হলেই ২৮তম BCS-এ আপনিও হতে পারেন প্রথম শ্রেণীর একজন সরকারী কর্মকর্তা। এখানে প্রথমত প্রয়োজন কিসমতে বিশ্বাস করে কিছু অর্থ খরচ করে বই কিনে ধৈর্য, সাহস ও টেকনিক অবলম্বন করে পড়া। এক্ষেত্রে গ্রুপ ডিসকাশন অত্যন্ত কার্যকরী। কারণ ২ জন, ৪-৫ জন মিলে পড়লে সেখানে অনেক Information বা অজানা তথ্য বেরিয়ে আসে যা একা সম্ভব নয়। তাই ইসলামের জামাতবন্দী হয়ে থাকার তরিকা Follow করলে সুফল আসে।

২য় পর্ব : ২৮তম BCS-এর নতুন নিয়ম, যোগ্যতা ও অযোগ্যতা ঃ

যেহেতু BCS-এর ফরম জমা দেয়ার এখনও প্রায় এক মাস সময় হাতে আছে। তাই নতুন নিয়ম, যোগ্যতা-অযোগ্যতা, ফরম পূরণ সম্পর্কিত বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে দ্বিতীয় পর্বে আলোচিত হবে। কিন্তু পরিকল্পিত ও সুবিন্যস্ত প্রস্তুতি এখন থেকেই নেয়া প্রয়োজন। সে লক্ষ্যেই প্রথম পর্বে রাখা হয়েছে একটি সংক্ষিপ্ত গুরুত্বপূর্ণ সিলেবাস সহ আপনিও যে একজন যোগ্য মানুষ, আপনিও যে প্রথম শ্রেণীর অফিসার হয়ে দেশ সেবার মহান সুযোগ কাজে লাগাতে পারেন তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা। আশা করি এ লেখাটি সামান্য হলেও আপনার কাজে আসবে। আপনাকে মনোযোগী করবে।

বিস্তারিত আলোচনা

১ম পর্ব : BCS সহজ বিজয় সাজেশন (প্রিলিমিনারী) ঃ

২৮তম BCS-এ আপনিও হতে পারেন একজন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা- কথাটা মোটেও বেশী বলা হয়। তবে এর জন্য পড়াশোনার কোন বিকল্প নেই। বহু প্রতীক্ষিত ও প্রত্যাশিত ২৮তম BCS পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে গত ২২ জানুয়ারী-২০০৮ তারিখে। এই ২৮তম BCS পরীক্ষা হবে নতুন পদ্ধতিতে। তবে পূর্বের কিছু নিয়ম-কানুনও এবারের পরীক্ষায় বহাল থাকবে। BCS-এ অংশগ্রহণের যোগ্যতা, অযোগ্যতা, ফরম পূরণ, ফরম জমাদান, ফরম গ্রহণ ও বাছাই, প্রিলিমিনারী পরীক্ষা, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা, পরীক্ষক নিয়োগসহ গোটা পরীক্ষা পদ্ধতিতেই এসেছে আমূল পরিবর্তন। প্রিলিমিনারী পরীক্ষা ১০০ মার্কের MCQ পদ্ধতিতেই হবে। সেই সাথে ভুল উত্তরদানের জন্য ০.৫ অর্থাৎ জত(১,২) নম্বর কাটার বিধান থাকছে। আরো পরিষ্কার করে বলা যায় সঠিকভাবে একটি ভুল উত্তরের জন্য ১ জত(১,২) নম্বর কাটা যাবে। অর্থাৎ ওই প্রশ্নের জন্য বরাদ্দ ১ নম্বর এবং মোট বরাদ্দ নম্বর থেকে জত(১,২) নম্বর কাটা যাবে। ফরম পূরণ ও প্রিলিমিনারী পরীক্ষায় আগের মত পেনসিল দিয়ে বৃত্ত ভরাট করা যাবে না। এ জাতীয় বিষয়ে কালো কালির বলপয়েন্ট কলম ব্যবহার করতে হবে। লিখিত পরীক্ষার ক্ষেত্রে ২৭তম BCS পরীক্ষার নিয়ম বহাল থাকবে। এবারে প্রশাসন, পররাষ্ট্র, পুলিশসহ ২৭টি ক্যাডারে ১,৭২০টি পদের জন্য পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। PSC -এর অধীনে প্রতিবছর BCS-নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও সাংবিধানিক এ প্রতিষ্ঠানটি এ ব্যাপারে একেবারেই Punctual নয়। প্রায় ৩ বছর পর ২৮তম BCS-এর সার্কুলার হলো। তাই ফরম পূরণ, জমাদান, প্রবেশপত্র সংরক্ষণ, প্রস্তুতি- সব ব্যাপারেই যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে। Cadre হবার সুযোগ, কারণ প্রতি বছর শ' শ' হাজার হাজার ফরম শুধু 'ফরম পূরণ সংক্রান্ত' ভুলের কারণেই বাতিল হয়ে যায়। দেখা যায় প্রিলিমিনারীর প্রবেশপত্র আসে না। পরীক্ষার ২/১ দিন আগে PSC-তে খোঁজ নিতে গিয়ে জানা যায় ওই সমস্ত বাতিলকৃত ফরমের ব্যাপারে নতুন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব নয়। সব আশায় গুড়ে বালি হয়ে যায়। BCS সংক্রান্ত ২/৩/৪ বছরের সব পড়াশোনা, পরিশ্রম, ছোটাছুটি, কষ্ট, ক্লান্তি, আশা সবই বৃথা। তাই ফরম পূরণ ও ক্যাডার চয়েজের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। খুব যুক্তি এবং বাস্তব অবস্থা ও নিজের যোগ্যতার সাথে মিলিয়ে ক্যাডার চয়েজ দিতে হবে। এতো পড়াশোনা করেও ক্যাডার হবার সুযোগ যেন কোনভাবেই ফসকে না যায়। এবারের নিয়ম অনুযায়ী 3rd Class/division পেয়ে, ডিগ্রী পাস করে, প্রাইভেট ভার্সিটি হতে পাস করেও BCS Cadre হওয়া সম্ভব। এ আলোচনা ২য় পর্বে ধারাবাহিকভাবে তা তুলে ধরা হবে। এবারের BCS চারদিক দিয়ে কঠিন। যেমন ২৭তম BCS বিজয়ীরা নিয়োগ না পাওয়া, ২৮তম BCS-এ নেগেটিভ মার্কিং এবং পোস্ট কম। তারপরও আশার কথা হলো ২৭তম ও ২৮তম BCS-এর মাধ্যমে ৭৯৮৮টি শূন্যপদ পূরণ হওয়ার কথা। অতীতের কেস এ পড়া BCS-এর মত ২৭তম BCSও যদি ঝুলে থাকে তাহলে এই ৭৯৮৮টি শূন্য পদ ২৮তম থেকেই পূরণ করা হবে। সেক্ষেত্রে প্রতিটি ক্যাডারেই আরও বহু পোস্ট বেড়ে যাবে।

পয়সার দিকে তাকিয়ে কেউ BCS দিতে আসে না। আসে সম্মান, ক্ষমতা এবং দেশ সেবার দিকে তাকিয়ে। যারা মোটা বেতনে চাকরি করতে চান তারা বিভিন্ন কোম্পানীতে জোরেশোরে প্রতিযোগিতা করেন। BCS পরীক্ষার মাধ্যমে প্রথম শ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তা হওয়া যায় বলে অনেক ধরনের সরকারী সুযোগ ভোগ করা যায়। ক্ষমতা থাকে বলে এদেশের সকল নিয়োগ পরীক্ষার মধ্যে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক, দীর্ঘমেয়াদী, গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল পরীক্ষা এটি। সরকারের একজন প্রথম শ্রেণীর অফিসার হবেন আর চৌকস হবেন না-এটা কেমন করে হয়। তাই এই পরীক্ষার নানারূপ প্রতিযোগিতামূলক অধ্যায়গুলো আপনাকে একজন সরল

সোজা মানুষ থেকে জটিল মানুষে রূপান্তরিত করে সাধারণ দর্শক হতে observer হতে শেখায়। সাধারণ সরল সোজা থেকে জটিল মানুষে রূপান্তরিত করে এ জন্যই বললাম যে, আপনি আগে যা শুধু দেখার জন্যই দেখতেন এখন তা আর সেভাবে দেখেন না। এখন দেখার মধ্যে আপনি মাপঝোক করেন, অংক করেন, বিজ্ঞান খোঁজেন, সাধারণ জ্ঞান খোঁজেন, প্রশ্ন করেন, নিজেই আবার জবাব খোঁজেন, জবাব দেন। তাই কঠোর প্রতিযোগিতায় বিরক্তি আসলেও, অনেক কিছু জানতে গিয়ে অধৈর্য আসলেও, ক্লান্তি সৃষ্টি হলেও আসলে তাতে আমাদেরই লাভ। ঠেলায় পড়ে নিজেকে একজন চোখ কানওলা মানুষে রূপান্তরিতও করা যাচ্ছে। নিজের ভেতরে Information Center তৈরি হচ্ছে।

দীর্ঘদিন BCS পরীক্ষার বিজ্ঞাপন না থাকা, ২৭তম BCS ঝুলে থাকায় এবং শূন্যপদের সংখ্যা কম হওয়ায় বোঝাই যাচ্ছে এবারের প্রতিযোগিতা হবে হাড্ডাহাড্ডি। তবে সঠিকভাবে সুনিয়ন্ত্রিত পথে প্রস্তুতি নিতে পারলে জয়ের ব্যাপারে অনেকটাই আশাবাদী হওয়া যায়। সত্যিকার অর্থে পড়াশোনার কোন বিকল্প নেই। BCS সংক্রান্ত মার্জিত রুচিবোধসম্পন্ন চমৎকার যত সেমিনার, কর্মশালায় অংশগ্রহণ করি না কেন, যত উন্নত প্রতিষ্ঠানেই কোচিং করি না কেন, মডেল টেস্ট দেই না কেন সত্যিকার অর্থে নিজের পড়াশোনা কিন্তু নিজেকেই করতে হবে। এর কোন ত্রুটি হলে এসব সেমিনার কর্মশালা, কোচিং মডেল টেস্টের সব নির্দেশনা, ক্লাস লেকচার, টিপস কোনই কাজে আসবে না। এবং পড়াশোনার ক্ষেত্রে সকল বিষয়ের সকল অধ্যায় সম্পর্কে খুব পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে। একটু অস্বচ্ছ ধারণা থাকলেই বা একটার সাথে আরেকটার জটলা পেকে গেলেই পরীক্ষায় দ্বিধাদ্বন্দ্ব এবং সম্পূর্ণ উত্তরের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত না হয়ে এই দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে উত্তর দিলে নির্ধারিত প্রশ্নের জন্য ১ এবং ভুল উত্তরের জন্য ১/২ অর্থাৎ মোট দেড় নম্বর কাটা যাবে। সুতরাং সাবধান। এটা ঠিক যে BCS-এর সিলেবাস অত্যন্ত ব্যাপক এবং এটা পুরোপুরিভাবে সিলেবাস maintain করে না। কিছু ব্যাপারে সিলেবাস অনুসরণ করে। অধিকাংশ জিনিসই সিলেবাস বহির্ভূত। তাই বলে হতাশার কিছু নেই। সিলেবাসকে ছোট করার ব্যাপারে কৌশলী হতে হবে। প্রথমে যে জায়গাগুলো থেকে অবশ্যই প্রশ্ন হয় সে জায়গাগুলো আয়ত্ত করতে হবে যা থেকে অন্যান্য ৭০-৮০ মার্ক আসে। তারপর বাকি ৩০ মার্কের ব্যাপারে চেষ্টা করতে হবে। তবে ৭০ মার্কের মত ৩০ মার্ককেও Carry করার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন গুরুত্বে। BCS সহজ বিজয়ের সাথে কষ্টে এই লেখার একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সংক্ষিপ্ত সিলেবাস দেয়া হল। যে অধ্যায়গুলো থেকে অবশ্যই প্রশ্ন হবে। সে অধ্যায়গুলোই সিলেবাসটির অন্তর্ভুক্ত করা হলো। তবে এটিই সব নয়। মনে রাখতে হবে সাহস তৈরীর এটা একটা সূচনা মাত্র।

BCS প্রিলিমিনারীতে ৮০-৯০ মার্ক পাওয়া কি সম্ভব

অনেকের কাছেই মনে হতে পারে BCS প্রিলিমিনারীতে ৮০-৯০ মার্ক পাওয়া একেবারেই অবাস্তব এবং এটি একটি কাল্পনিক ধারণা। কিন্তু সম্প্রতি ৩০০ ছাত্র-ছাত্রীর দেয়া ১০টি মডেল টেস্টের উপর একটি জরিপ করে দেখা গেছে সেখানে সর্বোচ্চ ৮৪ মার্কস পর্যন্ত পেয়েছে। প্রিলিমিনারীতে টিকতে হলে ৯০% মার্ক পাওয়া জরুরী নয়। তবে এবার যেহেতু নেগেটিভ মার্কিং আছে অর্থাৎ ভুল উত্তরের জন্য ১/২ মার্ক (সঠিকভাবে দেড় মার্ক) কাটা যাবে তাই ১০০ মার্কেরই প্রস্তুতি রাখতে হবে। কারণ ছাত্রছাত্রী যতই ভালো হোক, প্রস্তুতি যতই মজবুত হোক পরীক্ষার হলে এমন কিছু প্রশ্নের সাথে সাক্ষাত হবে যেগুলো এই দীর্ঘ প্রস্তুতির কোথাও একবারও চোখে পড়েনি। এমন হতে পারে ১০%-১৫% বাকি থাকল ৮৫%-৯০% মার্ক প্রশ্ন।

তারপর কিছু জানা প্রশ্নের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব তৈরী হবে। এক্ষেত্রে সাধারণত দ্বন্দ্বটা সৃষ্টি হয় খুব কাছাকাছি দুটো উত্তরের মধ্যে। প্রশ্নটা বহুবার পড়া হয়েছে। আনসারটা খুব জানা। কিন্তু ঐ মুহূর্তে Exactly identify করা যায় না সঠিক উত্তর কোনটা হবে। দুটোই তো সঠিক মনে হয়। জানা উত্তরের মধ্যে এমন পাজেল সৃষ্টি হবে কমপক্ষে ১০-১৫টা প্রশ্নের মধ্যে। বাকি রইল ৭৫-৮০ মার্কস। **(চলবে)**

এই ৭৫-৮০ মার্কস নিয়েই প্রিলিমিনারী Success-এর কাজ-কারবার। এক্ষেত্রে সাজেশন হলো অজানায় ঝুঁকি না নিয়ে প্রশ্নটা ছেড়ে দেয়া উত্তম। এতে অন্তত মূল মার্ক থেকে মাইনাস ফাইফ এর সম্ভাবনা থাকে না। এ ধরনের ১০-১৫টি প্রশ্ন আনসার করলে লাভের চেয়ে লসই বেশী হয়। কারণ ১০-১৫টার মধ্যে Fortunately ৩/৪টা সঠিক হলেও ভুল হয় ১০-১১টা। সেক্ষেত্রে ৩-4 মার্ক পেলেও ভুল উত্তরের কারণে মূলমার্কস হতে ৫%-৮% কমে যায়। তাই নম্বরের মায়া না করে দ্বিধাদ্বন্দ্বের প্রশ্নগুলো ছেড়ে দেয়াই বুদ্ধিমানের

কাজ। মডেল টেস্টের উপর জরিপ করে দেখা গেছে, অনেকে সঠিক উত্তর দেয় ৬০টি প্রশ্নের, ভুল উত্তর দেয় ২০-২৫ টা প্রশ্নের। ফলে তার মার্ক চলে আসে ৪৫/৫০-এর ঘরে। তাই ভুল উত্তর প্রিলিমিনারীর জন্য মারাত্মক হুকমিস্বরূপ।

BCS সহজ বিজয় সাজেশন (প্রিলিমিনারী)

আশা করা যায় এতে ৭০%-৮০% মার্কস কভার হবে। নিচের তালিকার ১-4 নম্বরে ৫0%, ৫-৬৩ নম্বরে বাকি ৩০% কমন পাওয়া যেতে পারে।

১. বিগত BCS সাল-২০%

২. কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স-১৬% (জাতীয় ৮%+ আন্তর্জাতিক ৮%)

৩. শব্দ সংক্রান্ত ৮%-১০% (ইংরেজী+বাংলা, ইংরেজী থেকে বেশী)

৪. কারেকশন-৬% (ইংরেজী ৫টি + বাংলা ১টি)

BCS সংক্ষিপ্ত সিলেবাস (প্রিলিমিনারী)

১, ২ সাধারণ জ্ঞান (বাংলাদেশ+আন্তর্জাতিক) ঃ

৫. সিডর-V.V.I.

৬. সংবিধান/সংসদ/রাজনৈতিক দল-?

৭. মুক্তিযুদ্ধ (A to z)

৮. বিচার বিভাগ

৯. PSC সহ অন্যান্য স্বাধীন কমিশন (যেমন নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন...)

১০. জাতিসংঘ/সার্ক ও অন্যান্য সংস্থা সদর দপ্তর

১১. চুক্তি ও সনদ/তারিখ/দিবস

১২. বিখ্যাত স্থান ও ব্যক্তি

১৩. স্থানের উপনাম/জনক/উপাধি

১৪. স্থাপত্য/পত্রপত্রিকা/ সংবাদ সংস্থা

১৫. সংগঠন

১৬. মানচিত্র বিশ্ব ও বাংলাদেশ (গুরুত্বপূর্ণ স্থান, দ্বীপ....)

১৭. বাংলাদেশ ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের সরকার ব্যবস্থা

১৮. আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশ

১৯. বিরোধপূর্ণ দ্বীপ। যুদ্ধরত রাষ্ট্র

২০. জাতীয় ও অন্তর্জাতিক বর্তমান ও পুরাতন নাম/প্রতিষ্ঠান

২১. খাল/প্রণালী/রেখা

২২. যুদ্ধ অভিযানের নেতা/গেরিলা সংস্থা/সন্ত্রাসী গেরিলা-স্বাধীনতা-জিহাদী আন্দোলন

বাংলা সাহিত্য ও ব্যাকরণ

২৩ . বাংলা সাহিত্যে প্রথম (১ম নাটক, উপন্যাস....)

২৪. প্রাচীন/মধ্য/আধুনিক যুগ

২৫. রবীন্দ্রনাথ

২৬. নজরুল

২৭. বঙ্কিম/ঈশ্বরচন্দ্র/মাইকেল/সগীর

২৮. শরৎ/রোকেয়া/জীবনানন্দ/মোশারফ

২৯. লেখকদের ছদ্মনাম/ উপাধি/বিখ্যাত গ্রন্থ

৩০ প্রকৃতি ও প্রত্যয়/উপসর্গ/অনুসর্গ

৩১. শব্দ V.V.I

৩২. সমাস/কারক বিভক্তি

৩৩. বাঘধারা/এক কথায় প্রকাশ/সমার্থক ও বিপরীত শব্দ

৪ । ইংরেজী

৩৪. জটিল বানানের শব্দ- V.V.I.

৩৫. Preposition

৩৬. Phrase and Idioms

৩৭. Strong and weak verb

৩৮. Group verb

৩৯. Proverb/Translation

৪০. Famous English Book

৪১. Tense/model verb

৪২. Parts of speech (প্রত্যেক প্রকারের বিস্তারিত)

৪৩ . Agreement with subject/Re-write

৪৪. Verbals

৪৫. Degree of Comparison/Transformation

৪৬. Phrase/Clause

৪৭. Number/Gender/Article

৪৮. Voice/Narration

সুবিধাবঞ্চিত অসহায় শিক্ষার্থীদের পাশে

বাংলাদেশ ছাত্রকল্যাণ ট্রাস্ট

'বাংলাদেশ ছাত্রকল্যাণ ট্রাস্ট', শিক্ষাঙ্গনে সুবিধাবঞ্চিতদের পাশে দাঁড়ানোই যার প্রত্যয়। শিক্ষার্থীদের সার্বিক উন্নয়ন করে কোয়ালিটি এডুকেশন অর্জন করার মহান ব্রত নিয়ে ২০০১ সালে বাংলাদেশ ছাত্রকল্যাণ ট্রাস্টের জন্ম। সম্ভবত এটিই বাংলাদেশের একমাত্র ও সর্ববৃহৎ শিক্ষা সেবামূলক ট্রাস্ট, যার হাত ধরে স্বপ্নের পথে পা ফেলেছে বাংলাদেশের দারিদ্র্যপীড়িত হাজারও শিক্ষার্থী। সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের হৃৎস্পন্দন বাংলাদেশ ছাত্রকল্যাণ ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা ও উদ্যোক্তা হচ্ছেন বাংলাদেশ বেতারের সাবেক সাংবাদিক নুরে আলম তালুকদার। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ছাত্রকল্যাণ ট্রাস্টের মহতী উদ্যোগ ইতিমধ্যেই দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদদের দৃষ্টি কাড়তে সমর্থ হয়েছে। ফলে সকলের শুভ সম্পৃক্ততায় এগিয়ে চলেছে এই ট্রাস্ট। মেধাবী, দরিদ্র, অসহায় শিক্ষার্থীদের সেবা প্রদান, যে কোন দুর্যোগকালীন সহায়তা প্রদান, দুস্থ, অসুস্থ শিক্ষার্থীদের সেবা প্রদানে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা, পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, প্রয়োজনে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, এছাড়া শিক্ষা সংশ্লিষ্ট যে কোন সমস্যা সমাধানে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে বাংলাদেশ ছাত্রকল্যাণ ট্রাস্ট। দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষায় বিদেশে পড়াশুনায় সুযোগ প্রদানে সার্বিক প্রচেষ্টা চালাবে বাংলাদেশ ছাত্রকল্যাণ ট্রাস্ট।

বাংলাদেশ ছাত্রকল্যাণ ট্রাস্ট শিক্ষাঙ্গনে সেবার এক মহান নাম। ইতিমধ্যে এর কর্মকাণ্ডে তাই প্রমাণিত। এই ট্রাস্টের মাধ্যমে সারাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের পনের সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রী তাদের লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে। হয়তো ছাত্রকল্যাণ ট্রাস্টের সহযোগিতা না পেলে অচিরেই নিভে যেত তাদের আলোর প্রদীপ। তাই আপনি দেশের যে কোন স্থানে থেকেও এর সেবামূলক কাজে সহায়তা করতে পারেন। আপনার একটু সহায়তা বাঁচাতে পারে আরেকজন আঁখির জীবন। ফিরিয়ে দিতে পারে এক শিশুর স্বপ্ন। আপনার যে কোন আর্থিক সহায়তা পাঠাতে পারেন– বাংলাদেশ ছাত্রকল্যাণ ট্রাস্ট, চলতি হিসাব নং-১১১০০০০২১৪৯৭, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক, মোহাম্মদপুর শাখা, ঢাকা। অথবা E-mail : bckt_bd@yahoo.com

❑ **শিক্ষাঙ্গন রিপোর্ট**

বর্ণাঢ্য আয়োজনে ঢাবির ৪৪তম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত

মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান

গত ৭ এপ্রিল ২০০৮ সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৪তম সমাবর্তন নানা আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়। সমাবর্তনকে ঘিরে পুরো বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ছিল নতুন সাজে সজ্জিত, ছিল উৎসবের আমেজ। সকাল ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয় চ্যান্সেলর প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের নেতৃত্বে কার্জন হল থেকে শোভাযাত্রা বের হয়। সমাবর্তন বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভাষাসৈনিক আব্দুল মতিন। ভাষা আন্দোলনে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখায় তাকে এবং গাজীউল হককে ডক্টর অব লজ ডিগ্রি প্রদান করা হয়। গাজীউল হক অসুস্থ থাকায় তার পক্ষ থেকে তার পরিবারের সদস্যরা পুরস্কার গ্রহণ করেন। এবারের সমাবর্তনে ৩ হাজার ৮৮৫ জন গ্রাজুয়েট অংশ নেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছাত্রী ২ হাজার ৪২ জন এবং ছাত্র ১ হাজার ৮৪৩

জন। ২৪ জন এমফিল ও ২৯ জন পিএইচডি প্রাপ্তরাও সমাবর্তনে অংশ নেন। কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য ৫২ জন শিক্ষার্থীকে ৬৭টি স্বর্ণপদক দেয়া হয়। সমাবর্তনকে ঘিরে সাজ সাজ রব ছিল ক্যাম্পাস জুড়ে। সারাদিন আনন্দে মেতে ছিল সনদ পাওয়া শিক্ষার্থীরা। কালো গাউন আর ক্যাপে ফুটে উঠেছিল অন্য রকম এক দৃশ্য। সনদপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অনুভূতি ছিল যেমন এক্সিলেন্ট তেমন হতাশাও। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের সবচেয়ে পরম পাওয়া ও আনন্দঘন দিন ছিল তাদের। কিন্তু চাকরি নিয়ে ভাবনায় কিছুটা হতাশাও বিরাজ করছিল তাদের মধ্যে। কার্জন হল অপরাজেয় বাংলা টিএসসি, মধুর ক্যান্টিন, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, সমাবর্তন স্থলসহ গুরুত্বপূর্ণ স্পটে ছিল গ্রাজুয়েটদের ভিড়। তাদের ঐতিহাসিক এ দিনটি চিরঞ্জীব করে রাখতে ফটোসেশনে মেতেছিল এসব স্থানে। বিশ্বায়ন ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকার জন্য উচ্চ শিক্ষায় বাংলার পাশাপাশি ইংরেজী চর্চার প্রতি গুরুত্ব দেয়ার আহবান জানান প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ। সমাবর্তন বক্তা আব্দুল মতিন বলেন, এটা আমার স্বীকৃতি নয়, এটা ভাষা আন্দোলনের স্বীকৃতি, বাংলা ভাষার স্বীকৃতি।

স্টামফোর্ডে অস্ট্রেলিয়ায় ভর্তির সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত

অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ড ইউনিভার্সিটিতে সরাসরি ভর্তি ও ক্রেডিট ট্রান্সফার বিষয়ক সেমিনার গত ২৯ মার্চ থেকে ৩ এপ্রিল পর্যন্ত স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এ অনুষ্ঠিত হয়। স্টামফোর্ডের ধানমন্ডি ও সিদ্ধেশ্বরী ক্যাম্পাসে সেন্ট্রাল কুইন্সল্যান্ড ইউনিভার্সিটির প্রতিনিধি পল ওয়েস্টন ও দেবাশিস সাবারওয়াল এবং স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের বোর্ড মেম্বার এম.এম. রহমান রিপনের উপস্থিতিতে তথ্য আদান-প্রদান, ভর্তি, ক্রেডিট ট্রান্সফার ও স্কলারশীপ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সরাসরি সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয়। অস্ট্রেলিয়া সরকারের ছাত্রবৃত্তি ক্যাটাগরিতে যে ৫টি সেকশন রয়েছে তার মধ্যে স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ দ্বিতীয় সেকশনের অন্তর্ভুক্ত, ফলে আন্ডার গ্রাজুয়েট প্রোগ্রাম ও এমবিএসহ অন্যান্য প্রোগ্রামে স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা বিশেষ সুযোগ পাবে। আন্ডার গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামে বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন, কম্পিউটার সায়েন্স, একাউন্টিং, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সসহ অন্যান্য বিষয়ে ফলাফলের ভিত্তিতে শতকরা ২০ থেকে ৩৩ ভাগ স্কলারশীপ পাবে স্টামফোর্ডের ছাত্রছাত্রীরা। উল্লেখ্য স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে ৪ বছর বিবিএ সম্পন্ন করা শিক্ষার্থীরা ভালো ফলাফলের ভিত্তিতে কোন কাজের অভিজ্ঞতা ছাড়াই সেন্ট্রাল কুইন্সল্যান্ডের গোল্ড ও রক হ্যামটন ক্যাম্পাসে ৩৩ ভাগ স্কলারশীপ নিয়ে এমবিএ করার সুযোগ পাবে।

বিইউবিটির নবীন শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজিতে গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে (স্প্রিং সেমিস্টার ২০০৮) ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের সম্প্রতি সংবর্ধনা দেয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিইউবিটির সিন্ডিকেট চেয়ারম্যান এএফএম সরওয়ার কামাল। তিনি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিইউবিটি প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা কাজে লাগানোর আহ্বান জানান।

❑ **শিক্ষাঙ্গন ডেস্ক**

শিক্ষাঙ্গন বিভাগে লেখা ও নিউজ পাঠানোর email address : adigonto06@gmail.com.

ডেফোডিল ইউনিভার্সিটিতে MS in MIS কোর্সে ভর্তি

ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিসটেমস বিষয়ে মাস্টার্স প্রোগ্রামে সামার ২০০৮ সেমিস্টারে ভর্তি চলছে। ভর্তির যোগ্যতা শর্ত সাপেক্ষে যে কোন বিভাগে ন্যূনতম স্নাতক। যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার আলোকে কোর্সের ফি সত্তর হাজার টাকা থেকে এক লাখ বিশ হাজার টাকা এবং সময়কাল ১২ মাস থেকে ২০ মাস। চাকরিজীবীদের জন্য সান্ধ্যকালীন শিফট রয়েছে। আবেদনের শেষ তারিখ : ২৫ এপ্রিল, ২০০৮। যোগাযোগ : বাড়ি: ০৭, রোড: ১৪ (নতুন), ২৯ (পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৭,